ওসির ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগ

সংগৃহীত ছবি

ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমাউল হকের ব্যক্তিগত মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে বিপুল অঙ্কের লেনদেন ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তাঁর বিকাশ ও নগদ নম্বরে আসা টাকার একটি বড় অংশ অনলাইন জুয়ার সাইটে পাঠানো হয়েছে। তবে ওসি দাবি করেছেন, একটি চক্র তাঁর অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে এসব লেনদেন করেছে।

ওসি ইমাউল হক জানান, বিষয়টি টের পাওয়ার পর তিনি থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন এবং তদন্ত চলছে। তাঁর ভাষ্য, তদন্ত চলাকালেও অ্যাকাউন্টে লেনদেন অব্যাহত ছিল।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নথি অনুযায়ী, গত বছরের ২০ ডিসেম্বর থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে তাঁর বিকাশ ও নগদ অ্যাকাউন্টে মোট ৩২ লাখ ৩৩ হাজার টাকার লেনদেন হয়েছে। সাতটি ভিন্ন নম্বর থেকে ধাপে ধাপে এই অর্থ পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্টদের দাবি, লেনদেনের ধরন অস্বাভাবিক এবং কিছু প্রেরক নম্বর পুলিশ সদস্যদের ব্যবহৃত নম্বরের সঙ্গে মিল রয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ভাটারা থানার পেছনে থাকা একটি এজেন্ট দোকান থেকে গত দুই মাসে ৪ লাখ ৫৫ হাজার টাকা পাঠানো হয়েছে। একই থানায় কর্মরত কনস্টেবল আমজাদের নম্বর থেকে ২ লাখ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকা এবং কনস্টেবল সাদ্দামের নম্বর থেকে ৬ লাখ ৯১ হাজার ৬২৯ টাকা এসেছে। এছাড়া নাসিম নামে এক বাড়িওয়ালা, ‘মদিনা এজেন্ট হাউজ’, খালেক নামে এক ব্যক্তি, ‘লড্রি পিকআপ অ্যান্ড ড্রপ’ নামে নিবন্ধিত নম্বর এবং মিজানুর নামে আরেক ব্যক্তির নম্বর থেকেও উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ পাঠানোর তথ্য পাওয়া গেছে। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবেও বড় অঙ্কের লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে।

নথিপত্রে ইঙ্গিত রয়েছে, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে পাওয়া অর্থের একটি অংশ এপিআই পদ্ধতিতে বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সদস্যদের নম্বর থেকে অর্থ পাঠানোর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ওসি বলেন, তিনি এ বিষয়ে অবগত নন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। অনলাইন জুয়ার সাইটে টাকা পাঠানোর অভিযোগও তিনি অস্বীকার করে বলেন, তাঁর মোবাইল হ্যাক করে একটি গোষ্ঠী এসব করেছে।

অভিযোগে উল্লেখ থাকা অন্য পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি। ডিএমপি সদর দপ্তরের কর্মকর্তারাও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। কমিশনারের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।